09 DEC 2005

দৈনিক
ইত্তেফাক

বাজারমুখী শিক্ষা

আমাদের দেশে শিক্ষা হওয়া উচিত বাজারমুখী। এইকথা বলা হইয়াছে সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা সংক্রান্ত এক আলোচনা সভায়। কথাটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজারমুখী শিক্ষা বলিতে এইখানে সেই শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে, শ্রমবাজারে যাহার চাহিদা রহিয়াছে। আরও সহজভাবে বলিলে, কর্মসংস্থানের জন্য যেইরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করা যায় যে শিক্ষার মধ্য দিয়া, শিক্ষা ব্যবস্থাটি হইতে হইবে সে ধরনের। যেকোনো দেশের জন্য মানবসম্পদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জনসংখ্যা বিপুল। কিন্তু সংখ্যাকে আমরা প্রত্যাশিত মাত্রায় সম্পদে পরিণত করিতে পারি নাই। দেশে এখনও সবচাইতে বড় সমস্যা বেকারত্ব। আর এই বেকারত্বের যে চিত্র-প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যথার্থ কর্মমুখী নয়। প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হইতেছে না। ব্যক্তি সম্পদে পরিণত হয় তখনই, যখন দেশে কিংবা বিদেশে শ্রম বা চাকরির বাজারে তাহার চাহিদা তৈয়ার হয়। আমাদের দেশে বেকারত্বের হার খুবই বেশী। দেশে মোট কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৪ কোটি ৩০ লাখ। এর মধ্যে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছে পৌনে ৩ কোটির মত। বেকারত্বের হার শতকরা ২৭.৯৫ ভাগ। এইখানে তাহাদেরই বেকার বলা হইয়াছে যাহারা একেবারে কিছুই করে না। পক্ষান্তরে চাকরি-বাকরি ছাড়াও যাহারা এটা-সেটা করিয়া সামান্য আয়- রোজগার করিয়া থাকে তাহাদের কর্মসংস্থান হইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। আসলে এদের মধ্যেও কার্যত অনেকে অর্ধবেকার। দেশে অশিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিতদের তুলনায় উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী। আমাদের দেশে শিক্ষার সাথে কাজের কোনো যোগসূত্র নাই, এমন দৃষ্টান্ত আছে অজস্র। জীববিদ্যায় পাস করিয়া ব্যাংকারের পেশায় যোগ দেওয়া এইখানে মোটেও বিচিত্র নয়। এমএসসি পাস করিয়া বিদেশে গিয়া কারখানায় শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে এমনও দৃষ্টান্ত আছে। এই পরিস্থিতিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আর শ্রমবাজারের চাহিদা- এই দুইয়ের ব্যবধান বিস্তর। বেকার সমস্যা বাড়িয়া যাইবার পিছনে ইহা একটি বড় কারণ। অবশ্য দেশে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ার জন্যও বেকার সমস্যা প্রকট হইয়াছে। তবে, এই কথাও সত্য যে, দেশের বাহিরে দক্ষ জনশক্তির বিপুল চাহিদা রহিয়াছে। দুনিয়ার অনেক সম্পদশালী এবং শিল্পোন্নত দেশ রহিয়াছে, যেখানে শ্রমশক্তির ঘাটতি প্রকট। তারা বিদেশ হইতে দক্ষ জনশক্তি নিয়া উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করিয়া থাকে। বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গেও আমাদের শিক্ষিত জনশক্তির অধিক বিষয়ের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেইরূপ কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতাসম্পন্ন লোক বিদেশের চাকরি বাজারে প্রয়োজন, আমাদের জনশক্তি প্রায় ক্ষেত্রেই তদ্রূপ নয়।

এমত পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজাইবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক জ্ঞানভিত্তিক একাডেমিশিয়ানের দরকার অবশ্যই আছে। তাই বলিয়া শত-সহস্র সংখ্যায় উচ্চ ডিগ্রীধারীর প্রয়োজন থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে এমন সব বিষয় পড়ান হইয়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রে যেগুলি চাকরি বাজারে একেবারেই মূল্যহীন। আসলে লেখাপড়াটা এমন হওয়া উচিত যাহাতে সেকেন্ডারি পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা মৌলিক বিষয়সমূহে মোটামুটি স্বচ্ছতা অর্জন করিতে সক্ষম হয়। এই মৌলিক বিষয়ের মধ্যে সর্বাগ্রে মাতৃভাষা শিক্ষা গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। তৎপরবর্তী প্রয়োজন অনুযায়ী বিদেশী ভাষা। পাশাপাশি নাগরিক কর্তব্য এবং সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক দিকসমূহ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। সাথে সাথে কারিগরি শিক্ষা। বর্তমান বিশ্বে আইটি প্রফেশনালদের বিরাট চাহিদা। এছাড়া বিভিন্ন ভোকেশনাল বিষয়াদি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে কারিগরি বিষয়াদির প্রতি যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা হইলে এসএসসি পাস করিবার পর ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মেধা, আগ্রহ এবং শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে মিল রাখিয়া অধিকতর দক্ষতা অর্জনের জন্য কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। সেইরূপ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানও অবশ্য থাকিতে হইবে। প্রত্যেক উপজেলায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত। অথবা বিদ্যমান কলেজসমূহেই কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। মোটকথা, কী ধরনের কারিগরি দক্ষতা অর্জন করিলে ছেলে-মেয়েরা দেশে-বিদেশে সহজে কাজ পাইতে পারিবে, কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হইলে আত্মকর্মসংস্থান সহজ হইবে, সেইসব দিক চিন্তা করিয়া পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা অবকাঠামো গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। তবেই সম্ভবপর জনসংখ্যাকে সম্পদে [redacted] করা। আর, সেটাই হইবে সত্যিকারের বাজারমুখী শিক্ষা।